তারিখ ... 13 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষক সংকটের নিরসন কবে

আবীর বসাক

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষক। তারই বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনায় ও সুপরামর্শে চলার পথ খুঁজে পায় শিক্ষার্থীরা। অনুপ্রেরণা পায় নিজ নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে। আর এই মহান কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করেন পিতৃতুল্য শিক্ষক।

অথচ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিক্ষকের সংকট। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সংকটের ভয়াবহ চিত্র। স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার প্রতিটি সেক্টরেই রয়েছে শিক্ষক সংকটের মারাত্মক ছাপ। কি সরকারি আর কি বেসরকারি, বিদ্যাপীঠগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব স্পষ্টতই পরিলক্ষিত।

বস্তুত শহর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মফস্বল এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সমস্যা প্রকট। আর চরাঞ্চল কিংবা প্রত্যন্ত এলাকার অবস্থা আরও নাজুক। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক দিয়ে। আবার কোথাও নিয়োগ না দিয়ে অতিথি শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শিক্ষার ভিত্তি বলা হয়েছে। অথচ এই সেক্টরের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সারাদেশে ৪ হাজার ৫১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩০ হাজার ১০৫ টি। আর দুই শতাধিক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদও রয়েছে শূন্য। শিক্ষক ও কর্মকর্তা স্বল্পতায় নাকাল অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার। যার কারণে শিশুদের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে স্কুলবিমুখতা।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষিত মানুষ অমূল্য সম্পদ। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত লোকবলের অধিকারী, সে জাতি তত বেশি উন্নত ও মর্যাদাবান। আর একটি জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে মূল কারিগরের ভূমিকা পালন করে শিক্ষক। কেননা একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দিয়ে দেশগঠনে যোগ্য করে তোলে।

আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি সেই শিক্ষকই না থাকে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে কিভাবে? কী শিখবে শিক্ষার্থীরা? জাতিকেইবা কী দেবে? যে হারে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে সে হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না শিক্ষকদের। পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত শিক্ষকের অভাবে তাই ব্যাহত হচ্ছে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা।

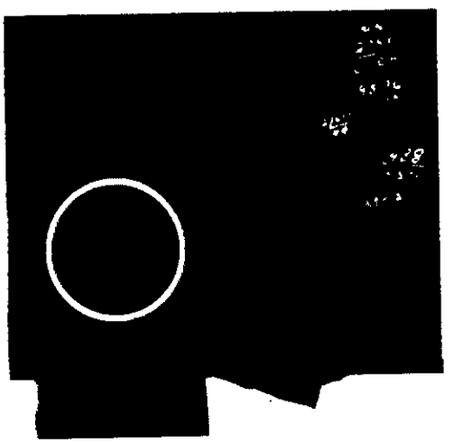

টেকসই উন্নয়ন চাইলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে। তাছাড়া মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের এই সেক্টরে পর্যাপ্ত নজরদারিও বাড়াতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে শিক্ষা প্রশাসনকেও

প্রতিষ্ঠার অনেক বছর পার হলেও এখনো কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়ে গেছে শিক্ষকের স্বল্পতা। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, যথাসময়ে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও নিয়োগ না হওয়া, বদলি বাণিজ্য, বাজেটের স্বল্পতা, যথাযথ কার্যকরী উদ্যোগ না নেয়া, দুর্নীতি এবং সদিচ্ছার অভাবের কারণেই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এর ভাষ্য অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষা পেতে হলে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদের তুলনায় শিক্ষকের আধিক্যতা, আবার কোথাও অপ্রতুলতা। দেশের সরকারি কলেজগুলোতে মোট ১৫ হাজার ২৮৯ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৪ টি পদই শূন্য। প্রায় ১৪ টি পাবলিক ভার্সিটিতে এখনো রয়ে গেছে শিক্ষকের সংকট। এতে করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষার মানগত সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি তাদের পড়তে হচ্ছে সেশনজটেও।

নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত যৎসামান্য পদক্ষেপ অতোটা আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষাখাতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার কথা বললেও বাস্তবিক অর্থে তার প্রতিফলন খুবই কম। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের জনশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইলে তার জিডিপির ৬ শতাংশ বা বার্ষিক বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত। অথচ বাংলাদেশ সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছে তার বাজেটের মাত্র ১০ দশমিক ৭ শতাংশ, যা জিডিপির ২ শতাংশ। বাংলাদেশের চেয়ে দরিদ্র অনেক দেশও কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে। উগান্ডা তার বাজেটের ১৬ শতাংশ, টোগো ১৭, বুরুন্ডি ২২, লেসেথো ২৪ ও তাঞ্জানিয়া ২৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে। তাই টেকসই উন্নয়ন চাইলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে। তাছাড়া মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের এই সেক্টরে পর্যাপ্ত নজরদারিও বাড়াতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে শিক্ষা প্রশাসনকেও।

দেশের শিক্ষার উন্নয়ন এবং অর্থনীতির উন্নয়ন একই সূতোয় গাঁথা। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে মধ্য-আয়ের দেশের পর্যায়ে নিতে গেলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটানো অপরিহার্য। সেই জন্য যতো দ্রুত সম্ভব শিক্ষক সংকটের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-এমন প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

● **লেখক: শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বিটেক), কালিহাতী, টাঙ্গাইল**